নির্বাচিত কবিতা

BANGLADARSHAN.COM

তুষার রায়

করণিক

কিছুই আসলে করতে পারি না আমরা
খোলা ছাড়িয়ে কাঁচকলাটা এমন কি
হল না যে সেদ্ধ
এবং সেই বধ্য লোকটাও দেখ ঘুরছে
কলাটা দেখিয়ে।
ভালো লাগে না ঢাকা-কেবিনে দু-মিনিটের প্রেম
কাছে আসতেও ভালো লাগে না দূরে যাওয়ার মতো,
হাত পা ছেড়ে তাই আজকাল দপ্তরে দপ্তরে থাকি
ফাইলে ফাইল–
এক আধ মাইল লাফ না দিয়ে চুপটি বেড়াল,
টাইপ রাইটার লাল রিসিভার তুমিও আছো
আম্মোও তো আছি,
হিসেব কষার মেশিনও আছে, প্রস্রাবেরও বেসিন।

BANGLADARSHAN.COM

এই হাত

এই হাত রক্তে ভরা দ্যাখো,
বন্দুক ধোঁয়াচ্ছে,
এইমাত্র আমি খতম করে আসছি কালোবাজারকে
শান ছুরিতে ফাঁসিয়ে পুরো অন্ধকারকে
এ আমার সত্যাগ্রহ উল্টে হত্যাগ্রহ, হল্ট
সমস্ত ক্যাডেট উঠে দাঁড়াও, অ্যাটেনশন।

এই হাত আনন্দে ভরা দ্যাখো
এই হাত হার্মোনিয়ামে
এইমাত্র আমি ভোগের পরমান্ন রেঁধেছি প্রভুর
এই হাতে কলম তুলি সমানে চলেছে
মান ভাঙাতে গান সেধেছি সারা সকাল।

BANGLADARSHAN.COM

কলকাতা বিষয়ক ১

কলকাতা তুমি রক্তের গভীরে রাখো জ্বালা
কলকাতা তুমি নতুন বৌ-এর দুহাত জড়ানো মালা,
কলকাতা তুমি দালীর ঘড়ি সে
কিংবা বিরাট তালা
ভুল চাবি গর্তে ঢুকিয়ে নিত্যই ঘষাঘষি
কলকাতা তুমি বাজারে বিকোও
গলায় ফাঁসেরো রশি।

BANGLADARSHAN.COM

কলকাতা বিষয়ক ২

কলকাতা তোর বাজারে বিকোয় রক্তগোলাপ আর রজনীগন্ধা
যা মড়ার কিংবা বিয়ের খাট সাজাবার জন্য অথবা দেখা যায় মৃত কোন
মহারথীর ছবির ফ্রেমের ওপর দোদুল্যমান–অথচ সেদিন
শ্মশানযাত্রীর কাঁধের খাটে দোদুল্যমান জীবনান্দের মুখখানা দেখে
মনে হয়েছিল ফুল নয়, পাখির পালক চেয়েছিলেন মালার জন্য
অথচ সন্ধ্যায় জগন্নাথঘাটের গাঁজার পর বাঁজা সন্তানকামী
মেয়েছেলের মতো আমি
ফুল ভেবেছিলাম আমি–লুডিত্রাশ ফুল।
হর্ষকাম আর ধর্ষকাম মন্দির মঠ আর স্কাইস্ক্রেপারের পাশে
মাঠকোঠা
হে শহর তোমার রূপ দেখে আমি বউয়ের জন্য লুপের কথা ভাবছি
তোমার রূপ দেখে অজীর্ণতা সেরে যায় আমার
আমি রং তুলি কিনতে লাহার দোকানের পথ ভুলে
পাশের রাস্তায় ঢুকে দেখেছি রবারের কি ঢালাও কারবার
এমন কি সদ্য পাম্প খাওয়া বেলুন ফুলিয়ে ঘোরে মেয়েরা
খসে আসে হিন্দী ছবির পোষ্টার থেকে যা আমাকে ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ করে
আমি থুতু ফেলতে ফেলতে কেঁদে ফেলি কেননা ফাটকাবাজারে
আমার সাহিত্যের শেয়ারের দাম সব চেয়ে পড়তি আমি হেসে উঠি
তৎক্ষণাৎ কেননা সাঁইত্রিশ মুখ্যু অধ্যাপক
সাঁইত্রিশ ছাত্রীর হিংস্র হাঙ্গরময় পক প্রণালীর কথা ভাবছে
আকাশও এমন কি ক্রমে ক্রমে পেল্ হয়ে আসছে রে বেটা
কলকাতা
জণ্ডিস মূত্রের মতো হলদেটে কুষ্টরোগকে তুই মহৎ শিল্পীকৃত
ফ্রেস্কো বলে চালাস?
ফুল মিউট লুডিত্রাশ।

BANGLADARSHAN.COM

শুধুই তুষার ঝরছে

সকলেই নেমে যায় নীচে বিখ্যাত পাকদণ্ডী রেলপথ বেয়ে
শীতের মেঘলা দিনে ছেড়ে দার্জিলিং
কোলাহল শান্ত, শুধু গোম্ফার ডং ডিং ঘণ্টাধ্বনি বাজে
আর তুহিন বাতাসে ভাসে তুষার ও হিম, সুরেখা
আমি ও নিখিল শুধু রহে গেছি মুনলাইট গ্রোভে
স্টোভে শুধু কেটলির সোঁ সোঁ শব্দ নীলগিরি কফি
টেবিলে স্টিল লাইফ ওল্ড মঙ্ক রামের বোতল
ফায়ার প্লেসের কাঁপা কাঠের আগুনে কাঁপছে
হাইলাইট বোতল ও গ্লাস
সাপঘুম ইচ্ছে করে দীর্ঘবেলা ধরে, চলো তবে
পরস্পর তিনজনে শুই—আমি ও নিখিলের মধ্যে
স্যান্ডউইচ সুরেখা সান্যাল
এরকমই শর্ত ছিল আমাদের—আছে, বা থাকবে
ঘুমের ভেতরে হবে বৃষ্টিপাত, তুষার ঝরবে ফার
পাইনের বনের ওপর—তুহিন শীতের রাত ক্রমান্বয়ে
আরো হিম হবে, আর
আচম্বিতে ঘুম ভেঙে গেলে দেখি কেউ নেই নিখিল বা
সুরেখা সান্যাল, শুধু জং
বাহাদুর কফির পেয়ালা হাতে, আর ডিং ডং
ঘণ্টার শব্দ শুধু ভেসে আসছে তিব্বতী গোম্ফার,
ব্যস আর কেউ নেই, কিছু নেই শুধুই তুষার, শুধু
ধূ ধূ প্রান্তরে বনের কেবলই তুষার ঝরছে, শুধুই তুষার।

BANGLADARSHAN.COM

দেখে নেবেন

বিদায় বন্ধুগণ, গনগনে আঁচের মধ্যে
শুয়ে এই শিখার রুমাল নাড়া নিভে গেলে
ছাই ঘেঁটে দেখে নেবেন পাপ ছিল কিনা।

এখন আমার কোন কষ্ট নেই, কেননা আমি
জেনে গিয়েছি দেহ মানে কিছু অনিবার্য পরম্পরা
দেহ কখনো প্রদীপ সলতে ঠাকুর ঘর
তবু তোমরা বিশ্বাস করো নি
বার বার বুক চিরে দেখিয়েছি প্রেম, বার বার
পেশী অ্যানাটমী শিরাতন্তু দেখাতে মশায়
আমি গেঞ্জি খোলার মতো খুলেছি চামড়া
নিজেই শরীর থেকে টেনে
তারপর হার মেনে বিদায় বন্ধুগণ,
গনগনে আঁচের মধ্যে শুয়ে এই শিখার
রুমাল নাড়ছি
নিভে গেলে ছাই ঘেঁটে দেখে নেবেন
পাপ ছিল কিনা।

BANGLADARSHAN.COM

কবিতাই ক্রমশ

কবিতা লিখতে আজকাল প্রথমাংশ থেকেই ভয়,–
কেননা প্রত্যেকটা লাইন পংক্তি আপনি ভাঙছে বিভাজনে
অনুঘটন ও সমান তালে শক্তির যেন শ্যাফট খুলে যাচ্ছে
কবিতা নিয়ে শেষ পর্যন্ত ব্যাপার দাঁড়াচ্ছে বিস্ফোরকের হাতল
আকর্ণ আতা দাঁত বের করে রোমাণ্টিক হতে গেলে
দন্ত পংক্তি ঝরে যাচ্ছে
নেশা জমাতে গেলেই কবিতা ব্যুমেরাং যেন অস্ত্র, কিংবা
সোনা সাফ করতে এ্যাসিডে যেমন মারাত্মক ধোঁয়া বেরোয়
যেন দেহ গান ঘ্রাণ রক্তমাংসে পুড়ে উঠছে ধোঁয়া এমন
সিপিয়া রঙ তার,
কবিতাই ক্রমশ গঙ্গার মতো সাফ করছে ময়লা কালো,
ঝুল যত ফেঁশো পাট কাটি, কবিতাই তখন গঙ্গার মতো
তর্পণ করাচ্ছে তীরে এবং
ডুব দিয়ে উঠলেই মনে হচ্ছে মন্দির দেখবো সামনে, কিন্তু
চোখ খুলতেই ঝলসে উঠল মড়ার পেটে কাক যাচ্ছে ভেসে এবং
ড্রেজার ঝন ঝন বেজে কাজ চলেছে ভড় নৌকো খড়ের গাদায়
রণরণ করছে রোদ
আবার ডুবছি ভয়ে ভাবছি এবার মাথা ভাসালেই
দেখতে পাবো নিজের শরীর ভেসে যাচ্ছে, সোনা গলান
রোদ ফুটেছে সিপিয়া রঙ গঙ্গা যেন এ্যাসিড হয়ে ফুটে উঠেছে
গাঢ় বাদামী বিষাদ ধোঁয়ায় ঢেকে যাচ্ছে ব্রীজ।

BANGLADARSHAN.COM

ব্যাণ্ডমাষ্টার

আমি অঙ্ক কষতে পারি ম্যাজিক
লুকিয়ে চক ও ডাস্টার
কেননা ভারি ধুন্ধুমার ট্রাম্পেটবাদক ব্যাণ্ডমাস্টার,
তখন প্রোগ্রাম হয়নি শুরু–সারা টেম্পল নাম্নী ক্যাবারিনা
তখন এমনি বসে ডায়াসের কোণে,

আমি ড্রামে কাঠি দেওয়ামাত্র ওর শরীর ওঠে দুলে,
ড্রিরি-ড্রাঁও স্ট্রোকেতে দেখি বন্যা জাগে চুলে,
তিন নম্বর স্ট্রোকের সঙ্গে নিতম্বতে ঢেউ
চার নম্বর স্ট্রোকেতে ঝঞ্ঝা ওঠে গাউনের ফ্রীলে,
নম্বর পাঁচে শরীর আলগা, বুকের বাঁধন ঢিলে,
আমি তখন ড্রাম বাজিয়ে নাচাই ওকে
মারি এবং বাঁচাই ওকে,
ড্রামের কাঠির স্ট্রোকে স্ট্রোকে
যেন গালাই, এবং ঢালাই করি
শক্ত ধাতু নরম করার কাষ্টার,
কেননা ভারি ধুন্ধুমার ট্রাম্পেট বাদক গ্র্যাণ্ডমাস্টার,
আবার বাজাই যখন স্যাক্স চেলো
ক্যাবারিনার এলোমেলো
ডিভাইস এ দ্বন্দ্ব এলো
আমার বাঁশির সুরের সুতোয়
দেহের ফুলে মালা
ট্রা রালা লি রালা লা
ঠিক চাবি হাতে দেখি খুলে যায় তালা।

BANGLADARSHAN.COM

আমি বাঘ

আপনাদের পোষা বেড়াল বাচ্ছাদের সঙ্গে বাড়তে বাড়তে
মিউ মিউ ডাকের মধ্যে গর্জন করে উঠেছি
হলুদ শরীরে ক্রমশ স্পষ্ট কালো রেখাগুলোই বলে দিচ্ছে–
তুমি বেড়াল নও, তুমি বাঘ,
ট্রাপিজ ও ক্লাউনদের খেলা শেষে জাল ঢাকা এরেনায়
আমি আমার অসম্ভব রাগ ও রোয়াব নিয়ে গর্জন করবো,
আর তোমার চাবুকে ও শক-এ
নিয়ন্ত্রিত খেলা দেখাব
তোমাকেই শুধু মানবো রিংমাস্টার।

BANGLADARSHAN.COM

চাবি

প্রতিটি তালার কাছে আপন চাবির কথা ভাবি
প্রতিটি পাতায় যেন আশা করা মহৎ কবিতা
এভাবেই ভালোবাসা প্রতিটি পাথর ছুঁয়ে ছুঁয়ে
চালভূঁয়ে এরকমই মেনে যেতে যেতে তুমি
রহস্যের কোন গূঢ় কথা বলেছিলে–তবু দেখি
প্রতিটি শিকল আজও অটুটই আছে, আর
প্রত্যেক বিকেল রোজ নিকেল কে মুছে দিন
ডুবে যায় সন্ধ্যার বাদামি আঁধারে–দেখি
তখন বাঁ ধারে কিংবা ডানদিকে কোনো
দরোজা কি আছে কিনা ভাবতে ভাবতে আমি
প্রতিটি তালার কাছে আপন চাবির কথা ভাবি।

BANGLADARSHAN.COM

গোধূলি

কেই বা আগেতে ছিলো কেই বা পিছনে
এসব প্রশ্ন যতো অসম্ভব ভেবে
চির পাইনের সারি
পাতায় পাতায় শুনে হেসে ওঠে

হাওয়া, হাওয়া ওঠে ঘুলিয়ে উঠেছে লাল ধূলো
পূবের হাওয়ার দূর ধান ক্ষেতে মহিষ ও গরুগুলো
এরকমই উজ্জ্বল বিকেলে ভাবে
খোল ভূষি খড় মাখা গন্ধের বাথান

অথবা সে গভীর দুপুরে নেমে গহীন সে ঝিলে
নাকি ভাসিয়ে আধো হাওয়া জলের মধ্যে নাকি
মহিষ দেখতে পায় গভীর মহিষ নাকি সেইখানে
ভূত, ভয় পেয়ে ছুটে চলে আসে
ফিরে আসে গরু মোষ এই পথ
লাল ধূলো মিশে যায় মহিষের গায়ের রঙের
মতো গাঢ় সন্ধ্যায়।

BANGLADARSHAN.COM

আনুপুঙ্খ

আমি আর আনুপুঙ্খে যেতে চাই না ইদানীং
আমি একটু স্বাদ ও সম্পৃক্তির মধ্যবর্তী শর্টওয়েভে
কেন্দ্র থেকে কেন্দ্রাতিগ মূর্তি থেকে বিমূর্তনে

এই নীল লাল ও হলুদ তাপ সংবহনে
পরস্পরা নিয়তই ভেঙে ভেঙে ত্রিডবল
ছয়গুণ, বারো ও চল্লিশ থেকে লাফ
দিতে ক্রমশই

আরোহাবরোহনের নঙর্থক হৃদি

যদিদং হৃদয়ং বলতে ফেটে যাব
লাল নীল হলুদের থেকে ইনফ্রারেডে

এ কথায় কেমন বোঝানো গেল সেই
রাগত সংশ্লেষ
এই ট্রেন থেকে আমি অতএব নেমে
চলে যাব বনান্তরে–ক্রমশ গভীর ওই বনে
গিয়ে ওই বাঘিনীর রোমশ শরীর
মেখে শোবো।

BANGLADARSHAN.COM

হাসপাতালের কবিতা

১

হাসপাতাল ভালো লাগে না।
ডেটল ওষুধ হাওয়াকে আসতে দেয় না।
সিস্টার ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে দিন,
বাইরে থেকে ঘুরে আসব–
খুব দূরে নয় নদীর কাছে–কাছাকাছি
চলাচলের রাস্তার পাশে
প্রতিদিন যেখানে মানুষেরা কাঁদে হাসে
সেতুর ওপর ছায়া–সান্ত্বনা
তার তলায় আমি কিছুক্ষণ বসব
সিস্টার আমায় নিয়ে যান
যেখানে দিনের শুরু।

BANGLADARSHAN.COM

হাসপাতালের কবিতা

৩

রাত্রি গভীর হয়ে আসে
রাত্রি ভারী হয়ে আসে চোখের পাতায়।
রাত্রি কী কালো
এমন কালো রাত্রি দেখিনি কোনো দিন।
সিস্টার, সব আলো জ্বেলে রাখুন
এখন আমি ঘুমাব।
আবার কবিতা লিখব
নতুন কবিতা
একটা কবিতা লেখার আগে
কিছুক্ষণ ঘুমাব।
আবার কবিতা লিখব
পুরোনো কবিতা শেষ হলে।

BANGLADARSHAN.COM

হাসপাতালের কবিতা

৭

মাঝে মাঝে উদাসীন খুব সারাদিন
মাঝে মাঝে অভিমানী রাগ হয়
মৃত্যুর ওপর
আসছি এখনি বলে চলে গেছে সে ঘুর পথে

বসে বসে বেলা যায় তার রেখে যাওয়া
ছাতার তলায়
একদিন আসবে রাতে
যখন থাকবো গভীর ঘুমে।

BANGLADARSHAN.COM

হাসপাতালের কবিতা

১০

এইবার গোড়া থেকে শুরু করব জীবন
এইবার জীবনকে পাটে পাটে সাজাব
অনেকদিন তার দিকে ফিরে দেখিনি
তার বায়নাক্কার পাত্তা দিইনি
তাচ্ছিল্য করেছি অনেক
চোখের জলের দাগ মুছিয়ে দিইনি
তাই তার এই প্রতিশোধ–
একা একা দিন গোনা
এইবার জীবনকে অতি সযত্নে সাজাব
ঘুম-হাসপাতালের থেকে বেরিয়ে
আমাকে আরো একবার সুযোগ দাও হে নাথ।

BANGLADARSHAN.COM

গতি

এক অদ্ভুত আচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে হঠাৎ হরিণ
তড়াং লাফিয়ে গেলে নিঃসঙ্গ চোখের সামনে
খুলে যায় প্রত্যেক জানলা–
সিঁড়ির পর সিঁড়ি
বিপরীতে তীব্র ছোটে বিমানের
তলায় রানওয়ে
সেইখানে তবে পৌঁছনো যাবে ভাবতে বুক
বুকের মধ্যে যন্ত্রপাতি রোম কূপে কূপে
আনন্দের তেলঘাম বেরিয়ে আসে দেখি

BANGLADARSHAN.COM

এইবার

গুড়ি মেরে বসে থাকার মতো এতোদিন
হেঁটেছি জীবন
এইবার, এইবার ফিটফাট লাফ দেবো ভাবি
ঝাঁ চকচকে শরীরে, ভঙ্গিতে ঠিকঠাক এইবার

সব চাকা যায়, ফিরে আসে ফের আমি
ত্রিকোণ সাধের দিকে চেয়ে বলি ফেরো
নয়তো স্থির থাকো মধ্যযামে চাঁদমারী
হে জীবন, গুড়ি মেরে এতোদিন থেকেছি বসে
এইবার, এইবার ফিটফাট লাফ দেবো ভাবি

গম্ভীর চেয়ারে বসে, আঙুলে কফির কাপ
সামনের জানলায় প্রেশারকুকারের শোঁ শুনতে
গুনতে সাত পাঁচ আঠারো বাইশ এইবার
উনুন উলটে কেটলির মতো উত্তাপে শাসিয়ে
পৃথিবীকে হাসিয়ে ভালোবাসিয়ে নেবো আমি।

BANGLADARSHAN.COM

ভালোবাসা : দুই

আমায় অপমান করে যে লোকটা
তাকেও আমি ভালোবাসি
এ ভাবেই ভালোবাসতে বাসতে
অপমান করি নিজেকে, তোমাকে, এবং
ভালোবাসাকে
এ ভাবেই ভালোবাসা পেয়ে যায়
ভুলভাল শত্রুমিত্র থেকে
শূন্য কলসী এবং ঘুঘু
যে লোকটা কাঠের ক্রুশ তৈরি করছে
অথবা যারা বানাচ্ছে পেরেক আমার জন্য
তাদের দিকে তাকিয়ে জানতে পারি
আমিই সেই যিশু কিংবা কালোবাজারী
যাকে ঝোলানো হবে নিকটবর্তী ল্যাম্পপোস্টে।
তখন আমি ভালোবাসতে শুরু করি ল্যাম্পপোস্টকেও।

BANGLADARSHAN.COM

আমার নাম তুষার

১

লিখেছি মিঠে কড়া নানা রকমের ছড়া
লোকে পড়বে হামড়ে
কেউ বা বলবে বাহ্ কিম্বা দেবে কামড়ে
কেউ করবে গোসা কেউ দাগবে কামান
আমি যেন এক মশা
ছড়া লিখলো তুষার বেরলো বই বাজারে
বিকোবে ঠিক হাজারে।
নীল প্যান্ট লাল জামায় বরাহ খাল পাড়
হরে কৃষ্ণ রাম যেন নায়ক ড্রামা-র।
বাহ্ কী বেশ ভূষা রে ছড়া লিখে যায় তুষারে।

BANGLADARSHAN.COM

২

সোজায় থাকি সোজা
বাঁকায় আমি বাঁকা
থাকার মধ্যে ঠা-ঠা
দিনের শেষে রাজা॥

৩

দিন কাঙাল রাত কা রাজা
ভিতর কা হাম বাহার কা হাম
নাচাই নাচি বাজিয়ে বাজা॥

৪

আমার নাম তুষার
নিভিয়ে দিয়ে আগুন
ডিঙিয়ে চলি ফাগুন
অন্তরেতে সবাই আমার

কিন্তু সবাই গোঁসার
হুঁ হুঁ বাব্বা তুষার॥

৫

সারাদিন হাঁটো বাতাস পিয়ে
আছে বান্ধবী গোটা কুড়ি
কিছু চাইলেই যাই এড়িয়ে
নয়তো স্রেফ্ বন্ধ ছবি
কেননা শুধুই কিমাকার তুমি কবি।

পদ্যপাটে হাততালি পাও
সভাসমিতির আসর জমাও
থাকবে তোমার হাত খালি তাও–
রামস্বরূপের কাইদানা খেয়ে
খিদে ভুলে থাকো টেবিল বাজিয়ে।
নিশীথ রাতে একা ফুটপাতে
হেঁটে হেঁটে বাড়ি যাও।
চাকরি করো না বকুনি সয়ো না
নেই কো মামা নও তুমি মৌলবী
কেননা তুমি শুধুই কিমাকার কবি॥

BANGLADARSHAN.COM

জগঝম্প (কয়েকটি নমুনা)

১

সাত-সতেরো হোঁকড় বাজি
চুয়াল্লিশটা ছোকড়া পাজি
হেঁকে বল্লে—দুনিয়াতে ভাই কে কার
তোমার মেয়ে-বন্ধু—কি ভাই একার।
একের পরে বসাও শূন্য
সবাই বলবে ধন্য ধন্য
তোমার জন্য আসছে ডবল ডেকার॥

২

বিপ্লব যবে শুরু হল
তুমি ছিলে পুরোভাগে
ধর-পাকড়ের মাহেন্দ্রক্ষণে
তুমি জেগেছ আগে
এর ওর ঘরে ঘুরেছ পাহাড়ে
বসেছ নিত্য সব দাঁড়ে দাঁড়ে
তুমি কাকার সঙ্গে কাকাতুয়া
ফের শুয়োরের সাথে দাঁতাল
সারে আটটায় খালাসিটোলায়
মাতালের পাশে মাতাল।

BANGLADARSHAN.COM

৩

মা গো দশভূজা থাকুন প্যাণ্ডেল আলো করে
চোখ কচ্‌লে দ্বিভুজাদের দেখি ভালো করে।
ঘড়ি আঙটি চড়িয়ে গায়ে পাঞ্জাবীতে গিলে
হয়তো এসব সবই যাবে আলোর প্রতিমা-বিলে।

বারোয়ারীর বারো ইয়ারের মুখগুলো সব কালো
স্ট্রাইক বোনাস বন্ধ এবার চাঁদা উঠছে না ভালো।

বললে হকার বাজার খারাপ বেচছি ন্যাকার বোকার
কর্তা গিন্নী নিজের ফেলে কেনেন শুধু খোকার।

লেখক বলেন—আম্মো টাইট—লিখেছি এবার অল্প
খান পনেরো উপন্যাস আর গোটা তিরিশেক গল্প।
রোশনাই শুধু ঝলমলাচ্ছে পূজা-সংখ্যা স্টলে
পাঁচ টাকাতে পাঁচ উপন্যাস বিজ্ঞাপণে বলে॥

৪

চাটুজ্জে তো শরৎ ছিলেন
এখন এ কোন মুখো
মুখখানা যেন সেই সে তেনার
ফেলে-যাওয়া থেলো হুঁকো।
পাঁক-মাখা এই 'সহবাসের'র
অশ্লীল নটখটি
বিদ্যাসাগর মশায় কোথায়
কে হাঁকড়াবেন চটি?

BANGLADARSHAN.COM

৫

খাদ্যাভাস বদলাতে সব ব্যাঙ্ খাও।
এই বলে তুমি মন্ত্রী মশায়
নিজে মুরগীর ঠ্যাঙ্ খাও।
পাবলিকে গিয়ে কাবলিকে বলে—ধার দাও।
বিডিও অফিসে চাষী গিয়ে বলে সার দাও।
মন্ত্রী তখন মৈত্রী সফরে
উড়ে যান দূর হ্যাঙ্কাও॥

৬

এ যেন এক ফিকশন্
মাও-এর দেশে ভোজ খেলেন নিক্সন
পেকিং থেকে সাংহাই
ধ্বনি উঠলো—য়্যাঙ্কি চীন ভাই ভাই

মাও-এর এমন ম্যাও ধরা-টা কেমনতরো ডিকশন্!
খোদায় মালুম। খেল দেখালেন বটে নিক্সন।

৭

সবাই ঠকায় বিনে পয়সায় সবাই বকায়
কেননা কবি, শুধু কিমাকার কবি।

আড়ালে সবাই বলে যে পাগল
বগল বাজায় যে কোন ছাগল।
চোখ ঠেরে হাসে পাড়ার গণশা
আত্মীয়, রোজ ফিঁয়াসে যেন
বলে পরোক্ষে–নিকালো হিঁয়াসে
কেননা কবি, শুধু কিমাকার কবি।

রিক্সাওলাও নও তো কায়িকে
ঘোরো মোটর অথবা বাইকে
কেরানিও নও নিদেন পক্ষে
যা হোক্ দালালও তো একটা হবি
তাও নও তুমি শুধু কবি, শুধু কিমাকার কবি॥

BANGLADARSHAN.COM

৮

ভাসতে ভাসতে হঠাৎ ফ্রীজ
হাওড়া ব্রীজ হাওড়া ব্রীজ
দাঁড়িয়ে পড়ে বাস
ওপচানো ভীড় আরেব্বাস।
দাঁড়িয়ে ঘামছে যদু ও শ্যাম
ট্রাফিক জ্যাম–ট্রাফিকে জ্যাম।
লোকজন গাড়ি আর নহে
বাবু বল্লেন–শোনো ওহে
চাকাতে দাও যে কেমন গ্রিজ
তাই জমে জ্যাম এবং ফ্রীজ॥

৯

নির্বাচনে জিতলে পরে নাচতে এলো রায়বেশে
আগে ছিলে সিপিআইএম
এবার এলেন কংগ্রেসে
কংগ্রেস-এ ফের গ্রেস না পেয়ে
ভাগ্য আবার যায় ফেঁসে
তখন ফিরে এম-টি তুলে নির্যাতিতের ভাই
ধ্বজা তুলে গজা বলেন আমি সিপিআই

১০

ব্যাম্বিনো–হে ম্যাম্বো
স্যাক্সো–জোড়ালো
ক্রি-রি–স্ট্রিক বাজে
ড্রাম কাঁপে ঝাঁপে।
মেয়েটি নগ্ন মভ আলো
কে জ্বালবে ভালো
ভালোবাসা-বাসা
নর্তক না চাষা স্ট্রিপটীজে তাশা।

ম্যাম্বো–হে ব্যাম্বিনো
ক্যানেস্তারা টিনও বাজালে বাজে
ফুল ফোটে পাথরেরও খাঁজে–

ট্রারাক-ট্রিক-ট্রিক
ট্রিরিক-ট্রিক-ট্রাক
র‍্যাবোর উচ্চারণ হ্যাম্বো
ব্যাম্বিনো না ম্যাম্বো
এ হে–হেই ম্যাম্বো॥

BANGLADARSHAN.COM

ট্রিগার টেপা ছর্‌রা

১

শক্তি সুনীল যুগল বন্দি
পয়সা লোটার নতুন ফন্দি।

২

‘মুনলাইট’ সিনেমাতে দেখতে গিয়ে ‘পাকীজা’
পকেটমারে নিয়ে নিলে
ছিলো পকেটে বাকি যা।

৩

লেখক লেখেন, পাঠক পড়ে, প্রকাশকে ছাপেন
নিক্তি দাঁড়ি ধরে শিল্প
সমালোচকে মাপেন।

BANGLADARSHAN.COM

৪

ভুলো দেখলো সন্ধ্যাবেলা
তাদের সেকেণ্ড স্যারকে
গেলাস হাতে দাঁড়িয়ে ওই সামনে গাঁজা পার্কে।

৫

আমার বেড়াল পুষিকে
ভয় করে না মুষিকে।

৬

খসে গিয়ে দিনের নিকেল
ঘন হল ধুসর বিকেল।

৭

তিন ফর্মায় শিব্রামদা
রাখেন শুধু কমা ড্যাশ
বল্লে বলেন, কারণ এটাই আমার শেষ উপন্যাস।

৮

বাঁয়ে বসে চক্রবর্তি ডাইনেতে গাঙ্গুলি
চাটুজ্জেদাও ওই ফর্মার
দিচ্ছে এখন প্রুফ্ তুলি।

৯

পুলিশ ওরে পুলিশ
কবির কাছে আসার আগে
টুপিটা তোর খুলিস।

১০

মাথায় নেই চুল
বগলে বাবরি
জোটে না ভাতডাল
বায়না রাবড়ি।

BANGLADARSHAN.COM

১১

পিঁপড়ে ধরে ছাতি, শেয়াল বাজায় বাজা
বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞাপনে ছারপোকারা বাড়ছে রাতারাতি।
টলে পড়ে হাতি, গাধার ঘোড়া সাজা
বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞাপনে পেঁচি খেঁদি জ্বালায় সগ্‌গে বাতি।

১২

সুনীলের আকাশে শরৎ হাসে
হুঙ্কারে শক্তির মেঘ উড়ে যায়
বেলালেরা বেমালুম কুমকুমে ঝুমঝুম
শামসের ঝলসায়
তুষারের হায় হায় চূড়া গলে যায়।

১৩

নীরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ
আনন্দ বাজারের
ধন্যি ধন্যি বাংলা দ্যাশ
সারেঙ্গি বাজা রে।

১৪

পাপু পাপু পাপু
তুমি কবি, তুমি ছবি
আঁকো সবি।
ডাকলো তোমায় কে অসময়
ভাবতে পারি না বাপু।

১৫

আছে শক্তি আছে পদ
শক্তিপদ রাজার গুরু
তুমি শক্তি দেড়ে শক্তি
পদ্য লিখে মহান গুরু।

১৬

অমিতের ‘আলো’ প্রতিমের ‘দেবী’
জমাট আসরে মহারথী সবি।
‘তিনটে বেড়াল এবং–’ তুমি এলে
জল ফেলে দিয়ে দুধটুকু খেলে
তুমি কে হে বাবা কবি?

BANGLADARSHAN.COM

১৭

ঢুলু ঢুলু চোখ নিয়ে তন্দ্রা বর্মণ
সিনেমায় কাঁদাকাটা এখন তার ধর্মণ।

১৮

শ্যামলকান্তি সবই তার ভ্রান্তি
মেদিনীপুরিয়া
গাছেরও খায় তলারও খায়
শব্দ খুঁটিয়া।

১৯

পূর্ণিমা ঘোষ
তোমাকে খাবে বেপাড়ার মোষ।

২০

মাথার উপর জ্বালিয়ে সেজ
কবিতা লেখেন অতনু রেজ।

২১

সিঁড়ির নীচে দেখি হায়
দাঁড়িয়ে আছেন তারাপদ রায়।

২২

সামনে খাদ্য ঝুলিয়ে ঘোরে
মন্ত্রী মশাইএর বিধির জোরে।

এভাবে জাত এগিয়ে যাবে।
খাদ্য-গুদাম উঠবে গোড়ে।

২৩

জ্যোতি বসু তোমায় সেলাম
তোমার কাছে এলাম
আমায় তুমি দেবে কী?
—হাতল-ভাঙ্গা হাতুড়ি।

BANGLADARSHAN.COM

কবি ও তাঁর সমাধি

সেই কবি শুয়ে আছে এইখানে
তিনটি বুলেট নিয়ে শুয়ে, আছে এইখানে...।
সেই কবি মিছিলের ঠিক পুরোভাগে ছিল
তিনটি বুলেট তাকে শুইয়ে রাখেনি জেনো,
ভ্যালেরি-র মতন ফিরেছে সেই কবি; ফিরে এসে
তিনটি বুলেটে ঠিক মৃত্যুকে কিনে শুয়ে আছে।

সেই কবি শুয়ে আছে এইখানে
তার সেনোটাফ-এ ঝরে বসন্তের ফুল, কিছু বর্ষার জল
অবিরল শ্যাওলা সবুজ হয়ে ঢেকে দেবে,
তার আত্মার রস নিয়ে গজাবে ব্যাঙের ছাতা
মন্দির গড়বে না, যাবে না সেখানে কেউ
সেখানে নিঃসঙ্গ তিনি শুয়ে থাকবেন
জ্যোৎস্নার সুরভিত হাওয়া বয়ে গেলে পর
শবাধারে লম্বা হবে ফার্ণের ছায়া

BANGLADARSHAN.COM

এইটুকু নিয়ে, ব্যাস্ খুব খুশি হয়ে
জ্যোৎস্নার ফুল আর শ্যাওলায় দেখো
ভারী শান্ত ঘুমোবেন কেননা বিনিদ্র তিনি বহুকাল।

আমরা

অস্পষ্ট ধোঁয়ার মতো নাকি স্পষ্ট মেঘময়
পাহাড়ের ভাঁজে কোনও নিষিদ্ধ নগরী
সূর্যের কিরণে যা অদৃশ্য, অথচ ফোটে
ফুটে ওঠে জ্যোৎস্নার নম্র সম্প্রপাতে
কার হাতে চাবি আছে, এ শহর জেগে উঠবে
কার পদপাতে?
জাল পাসপোর্ট নিয়ে আমরা আসিনি
সন্ত্রাস কামান ঘোড়া আমাদের নয়
আমরা তো নক্ষত্রের বাতি দেখে এখানে এলাম
প্রভুর সংবাদ নিয়ে এই বেথেলহেমে।

BANGLADARSHAN.COM

ঠিকঠাক কিছু নয়

অরণ্য ঝাউ শন শন শব্দ করে
অথবা হাওয়ার
অথবা হাওয়ার কিছু ফিসফাস
কে জানে, এমন হাঁটতে তারাতলা রোড ধরে
ঠিকানাবিহীন এমনি পৌঁছে যাবো ঠিক
ঠিক ঠাক লোকজন, বন্ধু কিংবা নারী
কার কাছে
অরণ্য ঝাউ কি এসব কথা বলে
অথবা কি বলে দেবে কার্যকারণের মতো
লেটার বক্সের থেকে যে রকম চলে যায় চিঠি
অন্ততঃ ঠিকানাটা থাকলেই হল, অন্ততঃ
পোস্টেজ স্ট্যাম্পটুকু?
কে জানে, কে জানে তবে, কেন এত ভুল
কেন তবে হয়রানি দেরী, শুনি কতো চিঠি
নাকি কতদিন পরে—বহুদিন পরে পাওয়া
গিয়েছিলো পাকা ঠিকানায়
তবু আমি ঠিকাদার নই, ঠিক ঠিক ঠিকানার
জিম্মাদার নই আমি কবিতার শুধুমাত্র
অরণ্য ঝাউ শনশন শুনতে এই
তারাতলে রোড ধরে হাঁটি।

BANGLADARSHAN.COM

এখন কবিতা

এখন শরীরের প্রত্যেকটি কূপ কিংবা ক্ষতমুখ থেকে
নির্গলিত এ্যাসিড জ্বালানো বাদামি ধোঁয়া
এখন দূর বনে কুড়ুল চালানোর শব্দে আমার রক্তপাত
চারপাশের মুখ ও প্রকৃতির মধ্যে দ্রুত বিবর্তন, মানে
যার যা হবার কথা সে তার বিপরীত হয়ে যাচ্ছে
যেমন ঘোড়া হয়ে যাচ্ছে রমণীর প্রকৃষ্ট প্রেমিক
হীরের মতো দাম পাচ্ছে তেলাকুচার মালা।

বমি করার শব্দের মতো হয়ে এসেছে গান প্রায়
মস্তিস্কের জায়গায় পেট আর লিঙ্গের ওপরে চোখ
বহু বদলোক এখন ভেজালের মতো তরলে তরল
কঠিনে কঠিন মিশে থাকছে
তাই দুধ কি মদের মধ্যে জলের হিসেব ধরা
এখন সত্যিই খুব কঠিন হে।

BANGLADARSHAN.COM

একবার

যেমন সমস্ত সমুদ্রের সাধ একবার
ফুঁসে ওঠে ঝঞ্ঝায়, জলস্তম্ভে
তেমনি তো একবার
সমস্ত অমিল ভেঙ্গে ছুঁতে ইচ্ছা তোমাকে কবিতা,
একবার মৃত্যু বাজী রেখে ঝাঁপ ইচ্ছা করে
উন্মুখ অনেক নীচে কাঁচ ও পেরেক-এ
কোথায় রয়েছ বলো,
এ জীবন ঝাঁকিয়ে খুঁজছি
কোথায় রয়েছ বলো, আমি বুক ফুটো করে
রক্তে ছড় টেনে একবার একবারও অন্ততঃ
সব সুর মেলাবো নিখুঁত।

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥